বিষের বাঁশী

বিষের বাঁশী

নজরুল ইসলাম

কাজী নজরুল ইসলাম

KOBI PROKASHANI

বিষের বাঁশী

কাজী নজরুল ইসলাম

প্রকাশকাল

কবি প্রকাশনী প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০২৫

প্রকাশক

সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব

লেখক

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ

সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস

মোবারক হোসেন

মুদ্রণ

কবি প্রেস
৩৩/৩৪/৪ আজিমপুর রোড লালবাগ ঢাকা ১২১১

ভারতে পরিবেশক

অভিযান বুক ক্যাফে কথাপ্রকাশ ঢাকা বুকস বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং বাতিঘর কলকাতা

মূল্য : ২০০ টাকা

Bisher Bashi by Kazi Nazrul Islam Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium
Market 253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road Katabon Dhaka 1205
Kobi Prokashani First Edition: September 2025
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 200 Taka RS: 200 US 10 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-29140-2-7

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উৎসর্গ

বাঙ্‌লার অগ্নি-নাগিনী মেয়ে মুসলিম-মহিলা-কুল-গৌরব
আমার জগজ্জননী-স্বরূপা মা
মিসেস এম. রহমান সাহেবার
পবিত্র চরণারবিন্দে—

এমনি প্লাবন-দুন্দুভি-বাজা ব্যাকুল শ্রাবণ মাস—
সর্বনাশের ঝাণ্ডা দুলায়ে বিদ্রোহ-রাঙা-বাস
ছুটিতে আছিনু মাভৈঃ-মন্ত্রী ঘোষি' অভয়ঙ্কর,
রণ-বিপ্লব-রক্ত-অশ্ব কশাঘাত-জর্জর!
সহসা থমকি দাঁড়ানু আমার সর্পিল-পথ-বাঁকে,
ওগো নাগ-মাতা, বিষ-জর্জর তব গরজন-ডাকে!
কোথা সে অন্ধ অতল পাতাল-বন্ধ গুহার তলে,
নির্জীত তব ফণা-নিঙ্‌ড়ানো গরলের ধারা গলে;
পাতাল-প্রাচীর চিরিয়া তোমার জ্বালা-ক্রন্দন-চুর
আলোর জগতে এসে বাজে যেন বিষ-মদ-চিক্কুর!
আঁধার-পীড়িত রোষ-দোদুল্‌ সে তব ফণা-ছায়া-দোল
হানিছে গৃহীরে অশুভ শঙ্কা, কাঁপে ভয়ে সুখ-কোল।
ধূমকেতু-ধ্বজ বিপ্লব-রথ সম্ভ্রমে অচপল,
নোয়াইল শির শ্রদ্ধা-প্রণত রথের অশ্বদল!
ধূমকেতু-ধূম-গহ্বরে যত সাগ্নিক শিশু-ফণী
উল্লাসে "জয় জয় নাগমাতা" হাঁকিল জয়-ধ্বনি!
বন্দিল, উর নাগ-নন্দিনী ভেদিয়া পাতাল-তল!
দুলিল গগনে অশুভ-অগ্নি-পতাকা জ্বালা-উজল!
তারপর মাগো কোথা গেলে তুমি, আমি কোথা হ'নু হারা,
জাগিয়া দেখিনু, আমারে গ্রাসিয়া রাহু রাক্ষস-কারা!

শৃঙ্খলিতা সে জননীর ব্যথা বাজিয়া এ ক্ষীণ বুকে
অগ্নি হয়ে মা জ্বলেছিল খুন, বিষ উঠেছিল মুখে,
শৃঙ্খল-হানা অত্যাচারীর বুকে বাজপাখি সম
পড়িয়া তাহারে ছিঁড়িতে চেয়েছি হিংসা-নখরে মম,—
সে আক্রমণ ব্যর্থ কখন করেছে কারার ফাঁদ,
বন্দিনী দেশ-জননীর সাথে বেঁধেছে আমারে বাঁধ।
হাতে পায়ে কটি-গর্দানে মোর বাজে শত শৃঙ্খল,
অনাহারে তনু ক্ষুধা-বিশীর্ণ, তৃষায় মেলে না জল,
কত যুগ যেন এক অঞ্জলি পায়নি ক' আলো বায়ু,
তারি মাঝে আসি রক্ষী-দানব বিদ্যুতে বেঁধে স্নায়ু—
এত যন্ত্রণা তবু সব যেন বুকে ক্ষীর হয়ে ওঠে,
শত্রুর হানা কণ্টক-ক্ষত প্রাণে ফুল হয়ে ফোটে!—
এরই মাঝে তুমি এলে নাগ-মাতা পাতাল-বন্ধ টুটি'
অচেতন মম ক্ষত তনু পড়ে তব ফণা-তলে লুটি'!
তোমার মমতা-মানিক আলোকে চিনিনু তোমারে মাতা,
তুমি লাঞ্ছিতা বিশ্ব-জননী! তোমার আঁচল পাতা
নিখিল দুঃখী নিপীড়িত তরে; বিষ শুধু তোমা দহে,
ফণা তব মাগো পীড়িত নিখিল ধরণীর ভার বহে!—
আমারে যে তুমি বাসিয়াছ ভালো ধরেছ অভয়-ক্রোড়ে,
সপ্ত রাজার রাজৈশ্বর্য মানিক দিয়াছ মোরে,
নহে তার তরে,—সব সন্তানে তুমি যে বেসেছ ভালো,
তোমার মানিক সকলের মুখে দেয় যে সমান আলো,
শুধু মাতা নহ, জগন্মাতার আসনে বসেছ তুমি,—
সেই গৌরবে জননী আমার, তোমার চরণ চুমি!

তোমার নাগ-শিশু—
নজরুল ইসলাম

হুগলি
১৬ই শ্রাবণ, ১৩৩১

কৈ ফি য় ত

'অগ্নি-বীণা' দ্বিতীয় খণ্ড নাম দিয়ে তাতে যে সব কবিতা ও গান দেবো ব'লে এতকাল ধরে বিজ্ঞাপন দিচ্ছিলাম, সেই সব কবিতা ও গান দিয়ে এই 'বিষের বাঁশী' প্রকাশ করলাম। নানা কারণে 'অগ্নি-বীণা' দ্বিতীয় খণ্ড নাম বদলে 'বিষের বাঁশী' নামকরণ করলাম। বিশেষ কারণে কয়েকটি কবিতা ও গান বাদ দিতে বাধ্য হলাম। কারণ 'আইন'-রূপ 'আয়ান ঘোষ' যতক্ষণ তার বাঁশ উঁচিয়ে আছে, ততক্ষণ বাঁশিতে তথাকথিত 'বিদ্রোহ'-রাধার নাম না নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। ঐ ঘোষের পো'র বাঁশ বাঁশির চেয়ে অনেক শক্ত। বাঁশে ও বাঁশিতে বাঁশাবাঁশি লাগলে বাঁশিরই ভেঙে যাবার সম্ভাবনা বেশি! কেননা, বাঁশি হচ্ছে সুরের, আর বাঁশ হচ্ছে অসুরের।

এই বাঁশি তৈরির জন্য আমার অনেক বন্ধু নিঃস্বার্থভাবে অনেক সাহায্য করেছেন। তাঁরা সাহায্য না করলে এ বাঁশির গান আমার মনের বেণু-বনেই গুমরে মরত। এঁরা সকলেই নিঃস্বার্থ নিষ্কলুষ প্রাণ-সুন্দর আনন্দ-পুরুষ। আমার নি-খরচা কৃতজ্ঞতা বা ধন্যবাদ পাবার লোভে এঁরা সাহায্য করেননি। এঁরা সকলেই জানেন, ওসব বিষয়ে আমি একেবারে অমানুষ বা পাষাণ। এঁরা যা করেছেন তা স্রেফ্ আনন্দের প্রেরণায় ও আমায় ভালোবেসে। সুতরাং আমি ভিক্ষাপ্রাপ্ত ভিক্ষুকের মত তাঁদের কাছে চির-চলিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাঁদের আনন্দকে খর্ব ও ভালোবাসাকে অস্বীকার করব না। এঁরা যদি সাহায্য হিসাবে আমায় সাহায্য করতে আসতেন, তাহলে আমি এঁদের কারুর সাহায্য নিতাম না। যাঁরা সাহায্য করে মনে মনে প্রতিদানের দাবি পোষণ ক'রে আমায় দায়ী করে রাখেন, তাঁদের সাহায্য নিয়ে আমি নিজেকে অবমানিত করতে নারাজ। এতটুকু শ্রদ্ধা আমার নিজের উপর আছে। স্রেফ তাঁদের নাম ও কে কোন্ মালমসলা জুগিয়েছেন তাই জানাচ্ছি—নিজেকে হালকা করার আত্মপ্রসাদের লোভে।

এ ‘বিষের বাঁশী’-র বিষ জুগিয়েছেন আমার নিপীড়িতা দেশ-মাতা, আর আমার ওপর বিধাতার সকল রকম আঘাতের অত্যাচার।

বাঁশ জুগিয়েছেন সুলেখক ঔপন্যাসিক-বন্ধু সনৎকুমার সেন। এ বাঁশকে বাঁশি করে তুলেছেন—‘বাণী’ যন্ত্র দিয়ে ঐ যন্ত্রাধিকারী বিখ্যাত স্বদেশ-সেবক আমার অগ্রজ-প্রতিম পরম শ্রদ্ধাস্পদ ললিত-দা ও পাঁচু-দা। তাঁদের যন্ত্রের সাহায্য না পেলে এ বাঁশি শুধু বাঁশই রয়ে যেত। এই বাঁশির গায়ের অদ্ভুত বিচিত্র নকশাটি কেটে দিয়েছেন প্রোথিতযশা কবি-শিল্পী—আমার ঝড়ের রাতের বন্ধু—‘কল্লোল’-সম্পাদক দীনেশরঞ্জন দাশ। এই সবের তত্ত্বাবধানের ভার নিয়েছিলেন দেশের-কাজে-উৎসর্গ-প্রাণ আমার পরম শ্রদ্ধেয় বন্ধু মৌলবী মঈনউদ্দিন হোসেন সাহেব বি. এ. (নূর লাইব্রেরি)। বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, ডি. এম. লাইব্রেরির গোপাল-দা এই গান শোনাবার জন্য ঢোল-শোহরৎ দেবার ভার নিয়েছেন।

এত বন্ধুর এত চেষ্টা সত্ত্বেও অনেক দোষ-ত্রুটি রয়ে গেল আমার অবকাশ-হীনতা ও অভিমন্যুর মত সপ্তরথী-পরিবেষ্টিত ক্ষতবিক্ষত অবস্থার জন্য। যাঁরা আমায় জানেন, তাঁরা জানেন, আমার বিনা কাজের হট্টমন্দিরে অবকাশের কি রকম অভাব এবং জীবনের কতখানি শক্তি ব্যয় করতে হয় দশ দিকের দশ আক্রমণ ব্যর্থ করবার জন্য। যদি অবকাশ ও শান্তি পাই, তা'হলে দ্বিতীয় সংস্করণে এর দোষ-ত্রুটি নিরাকরণের চেষ্টা করব। ইতি—

নজরুল ইসলাম

হুগলি
১৬ই শ্রাবণ, ১৩৩১

সূ চি প ত্র

[আয় রে আবার আমার চির-তিক্ত প্রাণ]	১১
ফাতেহা-ই-দোয়াজ্-দহম্ [আবির্ভাব]	১৩
ফাতেহা-ই-দোয়াজ্-দহম্ [তিরোভাব]	১৭
সেবক	২০
জাগৃহি	২২
তূর্য নিনাদ	২৫
বোধন	২৬
উদ্বোধন	২৮
অভয়-মন্ত্র	২৯
আত্মশক্তি	৩১
মরণ-বরণ	৩৩
বন্দী-বন্দনা	৩৪
বন্দনা-গান	৩৬
মুক্তি-সেবকের গান	৩৭
শিকল-পরার গান	৩৮
মুক্ত-বন্দী	৩৯
যুগান্তরের গান	৪০
চরকার গান	৪২
জাতের বজ্জাতি	৪৪
সত্য-মন্ত্র	৪৬
বিজয়-গান	৪৯
পাগল পথিক	৫০
ভূত-ভাগানোর গান	৫১
বিদ্রোহী বাণী	৫৩
অভিশাপ	৫৬
মুক্ত-পিঞ্জর	৫৭
ঝড়	৬০
গ্রন্থ ও রচনা পরিচিতি	৬৭

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম
(জন্ম ১৮৯৯-মৃত্যু ১৯৭৬)

[আয় রে আবার আমার চির-তিক্ত প্রাণ]

আয় রে আবার আমার চির-তিক্ত প্রাণ!
গাইবি আবার কণ্ঠ-ছেঁড়া বিষ-অভিশাপ-সিক্ত গান।
আয় রে চির-তিক্ত প্রাণ!

আয় রে আমার বাঁধন-ভাঙার তীব্র সুখ
জড়িয়ে হাতে কাল্-কেউটে গোখ্‌রো নাগের
পীত্ চাবুক!
হাতের সুখে জ্বালিয়ে দে তোর সুখের বাসা ফুল-বাগান!
আয় রে চির-তিক্ত প্রাণ!

বুঝিস্‌নি কি কাঁদায় তোরে তোরই প্রাণের সন্ন্যাসী!
তোর অভিমান হ'ল শেষে তোরই গলার নীল ফাঁসি!
(তোর) হাসির বাঁশি আন্‌লে বুকে যক্ষ্মা-রুগীর রক্ত-বান,
আয় রে চির-তিক্ত প্রাণ!

ফানুস-ফাঁপা মানুষ দেখে, হায় অবোধ!
ছুটে এলি ছায়ার আশায়, মাথায়
তেম্‌নি জ্বলছে রোদ।
ফাঁকির ফানুস ছাই হ'ল তোর,
খুঁজিস এখন রোদ-শ্মশান।
আয় রে চির-তিক্ত প্রাণ!

তুই যে আগুন, জল্-ধারা চাস কার কাছে?
বাষ্প হয়ে যায় উড়ে জল সাগর-শোষা তোর আঁচে!
ফুলের মালার হুলের জ্বালায় জ্বলবি কত অগ্নি-ম্লান!
আয় রে চির-তিক্ত প্রাণ!

অগ্নি-ফণি! বিষ-রসানো জিহ্বা দিয়ে দিস্ চুমা,
পাহাড়-ভাঙা জাপ্‌টানি তোর—ভাবিস্ সোহাগ-সুখ-ছোঁওয়া!
মৃত্যুও যে সইতে নারে তোর সোহাগের মৃত্যু-টান।
আয় রে চির-তিক্ত প্রাণ!

সুখের লালস শেষ করে দে, স্বার্থপর!
কাল্-শ্মশানের প্রেত-আলেয়া! তুই কোথা বল্
বাঁধ্‌বি ঘর?
ঘর-পোড়ানো ত্রাস-হানা তুই সর্বনাশের লাল-নিশান!
আয় রে চির-তিক্ত প্রাণ!

তোর তরে নয় শীতল ছায়া,
পান্থ্-তরুর প্রেম-আসার,
তুই যে ঘরের শান্তি-শত্রু,
রুদ্র শিবের চণ্ড মার।
প্রেম-স্নেহ তোর হারাম যে রে
কশাই-কঠিন তুই পাষাণ!
আয় রে চির-তিক্ত প্রাণ!

সাপ ধরে তুই চাপ্‌বি বুকে
সইবে না তোর ফুলের ঘা,
মারতে তোকে বাজ পাবে লাজ
চুমুর সোহাগ সইবে না!
ডাক-নামে ডাক তোর তরে নয়,
আহ্বান তোর ভীম কামান।
আয় রে চির-তিক্ত প্রাণ!

ফণী-মন্‌সার কাঁটার পুরে
আয় ফিরে তুই কাল্-ফণী,
বিষের বাঁশি বাজিয়ে ডাকে নাগ-মাতা—
'আয় নীলমণি!'
ক্ষুদ্র প্রেমের শূদ্রামি ছাড়্,
ধর্ ক্ষ্যাপা তোর অগ্নি-বাণ!
আয় রে আবার আমার চির-তিক্ত প্রাণ!

ফাতেহা-ই-দোয়াজ্-দহম্

[আবির্ভাব]

নাই তা—জ
তাই লা—জ?
ওরে মুসলিম, খর্জুর-শীষে তোরা সাজ!
ক'রে তস্‌লিম হর্ কুর্নিশে শোর্ আ-ওয়াজ
শোন্ কোন্ মুজ্‌দা সে উচ্চারে 'হেরা' আজ
ধরা-মাঝ!
উর্‌জ্ য়্যামেন্ নজ্‌দ হেযাজ্ তাহামা ইরাক্ শাম
মেসের ওমান্ তিহারান-স্মরি' কাহার বিরাট নাম,
পড়ে 'সাল্লাল্লাহু আলায়হি সাল্‌লাম্।'
চলে আঞ্জাম
দোলে তাঞ্জাম
খোলে হুর-পরী মরি ফির্‌দৌসের হাম্মাম্!
টলে কাঁখের কলসে কওসর্ ভর্, হাতে 'আব্-জম-জম্-জাম্'।
শোন্ দামাম কামান্ তামাম্ সামান্
নির্ঘোষি' কার নাম
পড়ে 'সাল্লাল্লাহু আলায়হি সাল্‌লাম্!'

২

মস্ তান!
ব্যস্ থাম্!
দেখ্ মশ্‌গুল্ আজি শিস্তান্ বোস্তান্,
তেগ্ গর্দানে ধরি দারোয়ান্ রোস্তাম্।
বাজে কাহার্‌বা বাজা, গুল্‌জার গুল্‌শান্
গুল্‌ফাম!
দক্ষিণে দোলে আরবী দরিয়া খুশিতে সে বাগে-বাগ,
পশ্চিমে নীলা 'লোহিতে'র খুন-জোশীতে রে লাগে আগ,
মরু সাহারা গোবীতে সব্‌জার জাগে দাগ!
নুরে কুর্শির
পুরে 'তূর'-শির,
দূরে ঘূর্ণির তালে সুর বুনে হুরী ফুর্তির,
ঝুরে সুর্খীর ঘন লালী উষ্ণীষে ইরানি দূরানি তুর্কির!

আজ   বেদুইন তা'র ছেড়ে দিয়ে ঘোড়া
                    ছুড়ে' ফেলে' বল্লম্
        পড়ে   'সাল্লাল্লাহু আলায়হি সাল্‌লাম্'।

৩

'সাবে   ঈন্'
তাবে   ঈন্

হ'য়ে   চিল্লায় জোর 'ওই ওই নাবে দীন!'
ভয়ে   ভূমি চুমে 'লাত্ মানাত'-এর ওয়ারেশীন।
রোয়ে   "ওয্‌যা-হোবল্' ইবলিস্ খারেজিন,—
                    কাঁপে জীন্!
        জেদ্দার পুবে মক্কা মদিনা চৌদিকে পর্বত,
        তারি মাঝে 'কাবা' আল্লার ঘর দুলে আজ হর ওক্ত্,
ঘন   উথলে অদূরে 'জম্-জম্' শরবৎ!

পানি   কওসর,
মণি   জওহর্

আনি'   'জিব্‌রাইল্' আজ্ হর্‌দম দানে গওহর্,
টানি'   মালিক-উল্-মৌত্' জিঞ্জির্—বাঁধে মৃত্যুর দ্বার লৌহর্।
হানি'   বরষা সহসা 'মিকাইল' করে
                    ঊষর আরবে ভিঙ্গা,
বাজে   নব সৃষ্টির উল্লাসে ঘন 'ইস্‌রাফিল'-এর শিঙ্গা!

৪

জঞ্   জাল্
কঙ্   কাল

ভেদি',—ঘন জাল মেকী গণ্ডির পঞ্জার
ছেদি',—মরুভূতে একি শক্তির সঞ্চার!
বেদী—পঞ্জরে রণে সত্যের ডঙ্কার
                    ওঙ্কার!
        শঙ্কারে করি' লঙ্কার পার কা'র ধনু-টঙ্কার
        হুঙ্কারে ওরে সাচ্চা-সরোদে শাশ্বত ঝঙ্কার?
        ভূমা-   নন্দে রে সব টুটেছে অহংকার!

মর-   মর্মরে
নর-   ধর্ম রে

বড়   কর্মরে দিল ঈমানের জোর্ বর্ম রে,
ভর্   দিল্ জান্—পেয়ে শান্তি নিখিল ফিরদৌসের হর্ম্য রে!
রণে   তাই ত বিশ্ব-বয়তুল্লাতে
মন্ত্র ও জয়নাদ—
"ওয়ে   মার্হাবা ওয়ে মার্হাবা এয়্ সর্ওয়ারে কায়েনাত!"

৫

শর্-   ওয়ান
দর্-   ওয়ান
আজি   বান্দা যে ফের্উন শাদ্দাদ্ নম্রুদ মারোয়ান;
তাজি   বোর্রাক্ হাঁকে আস্মানে পর্ওয়ান,—
ও যে   বিশ্বের চির সাচ্চারই বোর্হান—
'কোর্-আন্'!
"কোন্ জাদুমণি এলি ওরে"—বলি' রোয়ে মাতা আমিনায়,
খোদার হাবিবে বুকে চাপি', আহা, বেঁচে আজ স্বামী নাই!
দূরে   আব্দুল্লার রুহ্ কাঁদে, "ওরে আমিনারে গমি নাই—
দেখ   সতী তব কোলে কোন্ চাঁদ, সব ভর-পুর 'কমি' নাই।"
"এয়্   ফর্ জন্দ"—
হায়   হর্দম্
ধায়   দাদা মোত্লেব্ কাঁদি',—গায়ে ধুলা কর্দম!
"ভাই।   কোথা তুই?" বলি' বাচ্চারে কোলে কাঁদিছে
হাম্জা দুর্দম!
ওই   দিক্হারা দিক্পার হ'তে জোর-শোর আসে,
ভাসে 'কালাম'—
"এয়   শাম্সোজ্জোহা বদরোদ্দোজা কামারোজ্জমাঁ সালাম!"

কুঞ্জিকা : তাজ—মুকুট। তস্লিম্—সালাম, প্রণাম। শোর্-আওয়াজ—বিরাট বিপুল ধ্বনি। মুজ্দা—খোশ্ খবর, সুসংবাদ। হেরা—আরবের হেরা নামক পর্বত। এই গিরি-গুহায় হজরত মোহাম্মদ (দঃ) সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেন। উরজ্, য়্যামেন, নজ্দ, হেযাজ, তাহামা—আরবের পাঁচটি প্রদেশের নাম। ইরাক—মেসোপটেমিয়া প্রদেশ। শাম—সিরিয়া প্রদেশ। মেসের—মিসর দেশ। ওমান—আরবের এক ছোট রাজ্য। সাল্লাল্লাহু আলায়হি সাল্লাম্—আরবি ভাষায় উচ্চারিত 'দরুদ' বা শান্তিবাণী। মুসলমান মাত্রেরই হজরতের নামের শেষে এই 'দরুদ' পাঠ করা একান্ত কর্তব্য। ইহার অর্থ—'তাঁহার উপর খোদার শান্তি ও করুণাধারা বর্ষিত হউক।'

আঞ্জাম—আয়োজন। তাঞ্জাম—সওয়ারী। ফিরদৌস—স্বর্গ। হাম্মাম—স্নানাগার। কওসর—অমৃত। ভর—ভরা, পূর্ণ। হুর-পরী—অপ্সরী-কিন্নরী। আব্-জম্জম্—মক্কার 'জমজম' নামক কূপের পবিত্র পানি। জাম—পেয়ালা। দামাম—দামামা। তামাম—সমস্ত। সামান—সাজ-সরঞ্জাম।

মস্‌তান—মস্তানা, পাগলা। ব্যস্ থাম—ব্যস্, থামো! শিস্তান-বোস্তান—শিস্তানের ফুল-বাগিচা। তেগ—তলোয়ার। গর্দানে—স্কন্ধে। রোস্তাম—পারস্যের জগদ্‌বিখ্যাত দিগ্বিজয়ী বীর। কাহার্‌বা—তালের নাম। গুল্‌জার—মাত্। গুল্‌শান—পুষ্প-বাটিকা। গুল্‌ফাম—গোলাবি রঙ্গিন। আরবি দরিয়া—আরব সাগর। খুশিতে বাগে বাগ্—আহ্লাদে আটখানা। নীলা—নীলবর্ণ জলবিশিষ্ট। লোহিতের—লোহিত সমুদ্রের। খুন-জোশীতে—রক্ত-উত্তেজনায়। আগ—আগুন। সাহারা, গোবী—দুই বিশাল মরুভূমির নাম। সব্‌জার—হরিতের। নূরে—জ্যোতিতে। কুর্শি—খোদার সিংহাসনের আসন। তূর—আরবের তূর নামক পর্বত। সুর্খীর—লালিমার। লালী—অরুণিমা। ইরানি—পারস্যের অধিবাসী। দূরানি—কাবুলি। তুর্কি—তুরস্কের অধিবাসী।

'সাবেঈন'—আরবের মূর্তিপূজকগণ। 'তাবেঈন'—আজ্ঞাবহ। চিল্লায়—চিৎকার করে। 'দীন'—সত্যধর্ম। 'লাত্ মানাত'—আরবের মূর্তিপূজকগণের ঠাকুরদের নাম। ওয়ারেশীন—উত্তরাধিকারীগণ, (এখানে) ঐ মূর্তিসমূহের দলবল।

'ওয্‌যা হোবল'—আরব মূর্তি-পূজারীদের দুই প্রধান প্রতিমা। ইব্‌লিস—শয়তান। খারেজিন—এক বদমায়েশ সম্প্রদায়। জীন—দৈত্য; genii. জেদ্দা—জেদ্দা বন্দর। মদিনা—শহর ('মদিনা' নামক শহর নয়)। 'কাবা'—মক্‌কার বিশ্ববিখ্যাত মস্‌জিদ। হর্ ওক্ত—সর্বদা। হরদম্—সদাসর্বদা। গওহর—মতি। মালিক-উল-মৌত—ফেরেশতার (স্বর্গীয় দূত) নাম; জীবের জীবন-সংহার এই যমরাজের হাতে। জিঞ্জির—শৃঙ্খল। 'মিকাইল'—ফেরেশতা। ভিঙ্গা—সরসা। ইস্‌রাফিল—প্রলয়-বিষাণ-মুখে এক ফেরেশ্‌তা। জঞ্জাল—জঞ্জাল। কঙ্‌কাল—কঙ্কাল। সরোদ—এক তারের যন্ত্রের নাম। ঈমান—বিশ্বাস। বিশ্ব-বয়তুল্লাহ্—বিশ্বরূপ 'কাবা' বা আল্লার ঘর। ওয়ে—ওগো, বাছা। মারহাবা—সাবাস। 'সরওয়ারে কায়েনাত'—সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ। 'শর্‌ওয়ান'—নওশেরওয়ান নামক পারস্যের বিখ্যাত দানশীল বাদশাহ। বান্দা—হুজুরে-হাজির গোলাম, বন্দনাকারী। ফেরাউন, শাদ্দাদ, নমরুদ, মার্‌ওয়ান—বিখ্যাত ঈশ্বরদ্রোহী সব। তাজি—দ্রুতগামী অশ্ব। বোর্‌রাক—উচ্চৈঃশ্রবার মতো স্বর্গের শ্রেষ্ঠ অশ্ব। আসমান—আকাশ। পরওয়ান—পরোয়ানা। সাচ্চারই—সত্যেরই। বোরহান—প্রমাণ। রোয়ে—কাঁদে। আমিনা—হজরত মোহাম্মদ (দঃ) জননীর নাম। খোদার হাবিব—আল্লার বন্ধু (হজরতের খেতাব)। আবদুল্লাহ্—হজরতের স্বর্গগত পিতা। রুহ্—আত্মা। 'গমি'—দুঃখ। 'গমি নাই'—দুঃখ ক'রো না। ভর-পুর—পূর্ণ। 'কমি'—অপূর্ণ। 'কমি নাই'—আজ কিছু অপূর্ণ নাই।